বীয়িং ডিজিটাল ②

পূর্বভাষ ঃ এমআইটি মিডিয়া ল্যাবরেটরীর পরিচালক নিকোলাস নেগ্রোপন্টে ভবিষ্যতের পৃথিবী প্রসঙ্গে চমৎকার সব ভাবনার কথা বলেছেন তার বই বীয়িং ডিজিটাল-এ। তিনি বলেছেন, 'এটম' নয় আগামীর বিশ্বে বাণিজ্যসহ সবক্ষেত্রে বিনিময় ঘটবে বিট-এর। তখন কোন টিভি সেট নির্মাণ প্রতিষ্ঠান থাকবে না। আবার এখন যেমন দর্শক তার ইচ্ছামত কালার, চ্যানেল, স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তখন দৃশ্যকে এডিট করার ক্ষমতা অর্জন করবে দর্শক নিজেই। ফলে আগামী দিনে তথ্য মহাসড়কে অনেক সৃষ্টিশীল বিষয়ের অবতারণা ঘটবে যদি না 'বিট পুলিশ' বাধা দেয়।

এবার প্রকাশিত হচ্ছে লেখার দ্বিতীয় কিস্তি। লিখেছেন গোলাম নবী জুয়েল।

তথ্য কিংবা বিনোদন পাঁচভাবে বাসাবাড়িতে পৌছতে পারে। এগুলো হলোঃ স্যাটেলাইট, রাজ্যের স্থানীয় সম্প্রচার, ক্যাবল, টেলিফোন এবং এটম আকারে অর্থাৎ ক্যাসেট, সিডি ও মুদ্রিত আকারে। যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কমিউনিকেশন্স কমিশন (এফসিসি) বাসাবাড়িতে তথ্য ও বিনোদনের প্রবাহপথকে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই কাজটি সহজ কিছু নয়। প্রায়শ এফসিসিকে কঠিন অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। অবস্থাটি হলো সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত। কোনটি সংরক্ষণ করা হবে, কোনটি মুক্ত করে দেয়া হবে, কোন্‌টি সর্ব সাধারণের, কোন্‌টি সীমিত প্রচারের, কোন বিষয়টি প্রতিযোগিতামূলক আবার কোনটি একক আধিপত্যে থাকা উচিত– এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে হয় এফসিসিকে।

এফসিসিকে আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হয় তা হলো স্পেকট্র্যামের নির্বিঘ্নতা। স্পেকট্র্যাম ব্যবহৃত হয় তারবিহীন যোগাযোগে। স্পেকট্র্যাম হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা সকলের দখলে থাকে, তারা সেটি ব্যবহার করতে পারে কোনরকম বাধা ছাড়া। এতে বিঘ্ন তৈরি হওয়া মানে প্রচারে বিঘ্ন হওয়া অর্থাৎ এক ধরনের সিগনালের সঙ্গে অপর মাধ্যমের সঙ্ঘর্ষ হওয়া যেমন টেলিভিশনের সিগন্যালের সঙ্গে সেলুলার ফোনের কিংবা রেডিও সিগন্যালের সঙ্গে মেরিন ভিএইচএফ-এর। এ কারণেই আকাশ মহাসড়কে ট্রাফিক কন্ট্রোলের প্রয়োজন আছে।

বিট বাণিজ্যে লাইসেন্স

সাম্প্রতিককালে স্পেকট্র্যামের কিছু অংশ নিলামে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে সেলুলার টেলিফোন ও ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিডিও-র জন্য। স্পেকট্র্যামের অন্য অংশগুলো বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে, তবে এই শর্তে যে এগুলো জনস্বার্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন বিজ্ঞাপন সমর্থিত টেলিভিশন কেন্দ্র। এ ধরনের টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দর্শকরা 'বিনামূল্যে' দেখে। তবে দর্শকরা এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখার বিনিময়েও মূল্য পরিশোধ করে যখন তারা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ক্রয় করে।

এখন যারা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্রের স্বত্বাধিকারী এফসিসি তাদেরকে বিনামূল্যে অতিরিক্ত ৬ মেগাহার্টজ স্পেকট্র্যাম দিচ্ছে এইচডিটিভির জন্য এই শর্তে যে আগামী পনর বছরের মধ্যে তারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্বের ৬ মেগাহার্টজসহ মোট ১২ মেগাহার্টজ ফেরত দিবে। তার মানে বর্তমানে যারা সম্প্রচারকারী তারা মোট ১২ মেগাহার্টজ পনর বছরের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। তাদেরকে এই সুযোগ দেয়া হচ্ছে বর্তমানের টেলিভিশনকে ভবিষ্যতের টেলিভিশনে উত্তরণের জন্য।

ছয় বছর আগে এই ধারণাটি যখন প্রয়োগের উদ্যোগ সম্পন্ন হয় তখন এটি আক্ষরিক অর্থে চমৎকার এক সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ তখন এনালগের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণের চিন্তা কাজ করছিল। তারপর হঠাৎ করেই এইচডিটিভি হয়ে গেল ডিজিটাল। এখন আমরা জানি কিভাবে ৬ মেগাহার্টজ চ্যানেলে প্রতি সেকেন্ডে ২০ মিলিয়ন বিট প্রেরণ করা যায়। পরিবর্তনটি ঘটল আকস্মিকভাবে, কোথাও আবার অপ্রত্যাশিতভাবে।

কল্পনা করা যাক আপনি কোন একটি টিভি স্টেশনের স্বত্বাধিকারী এবং এফসিসি আপনাকে সেকেন্ডে ২০ মিলিয়ন বিট সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। বিষয়টি স্পষ্ট যে আপনাকে শুধুমাত্র টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে আপনি কী করবেন?

আপনি যদি খুব সৎ হোন তবে এইচডিটিভি সম্প্রচার করবেন কিন্তু এর দর্শক কম। আবার দর্শকদের প্রকৃতিও ভিন্নতর। আপনি যদি একটু চালাক হোন তবে চারটা চ্যানেলে ডিজিটাল এনটিএসসি টেলিভিশন প্রোগ্রাম সম্প্রচার করবেন (প্রতিটির জন্য প্রয়োজন হবে সেকেন্ডে পাঁচ মিলিয়ন বিটস), এভাবে আপনার দর্শকও বেশি হবে আবার বিজ্ঞাপন থেকে আয়ও হবে বেশি। আপনি যদি আরো চালাক হোন তবে হয়তো আপনি সেকেন্ডে ১৫ মিলিয়ন বিটস ব্যবহার করে তিনটি টিভি চ্যানেল চালু রাখবেন এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন বিটের দ্বারা দুটি ডিজিটাল রেডিও, একটি স্টক-ডাটা (শেয়ারবাজার সংক্রান্ত তথ্য) সম্প্রচার ব্যবস্থা এবং একটি পেজার সার্ভিস চালু করবেন।

রাতে যখন টিভি দর্শক কমে যায় তখন হয়তো আপনি আপনার জন্য বরাদ্দকৃত বিটের কিছু অংশ ইথারে ছেড়ে দিতে পারেন সংবাদপত্র বিতরণের কাজে ব্যবহারের জন্য। আবার শনিবারে কোন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সম্প্রচারের স্বার্থে আপনি হয়তো আপনার জন্য বরাদ্দকৃত বিটের পুরোটাই ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে আপনি নিজেই হয়ে উঠতে পারেন আপনার এফসিসি!

মার্কিন ফেডারেল কমিউনিকেশন্স কমিশন সম্প্রচারকারীদের জন্য নতুন এইচডিটিভি স্পেকট্র্যাম যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করেছিল তা বিট সম্প্রচার ব্যবসায়ীদের তীব্র লালসার কারণে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কারণ ব্যবসায়ীরা উপলব্ধি করল এফসিসি তাদের যে সুবিধা দিয়েছে তা শুধু স্পেকট্র্যামকে দ্বিগুণই করে নাই পাশাপাশি বিনামূল্যে পনর বছরের জন্য তাদের সম্প্রচার ক্ষমতা ৪০০ শতাংশ বাড়িয়েছে।

তাহলে কি আমরা নতুন বরাদ্দকৃত স্পেকট্র্যাম ও এর প্রতি সেকেন্ডে ২০ মিলিয়ন বিটস শুধুই যেন এইচডিটিভির জন্য ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করতে 'বিট পুলিশ' নিয়োগ করব? আমি অন্তত এমনটি আশা করি না।

পাল্টে যাচ্ছে বিট সে সঙ্গে সব কিছু

এনালগের দিনগুলোতে এফসিসি'র জন্য স্পেকট্র্যাম বরাদ্দের কাজটি অনেক সহজ ছিল। তারা সহজেই টেলিভিশন, রেডিও, সেলুলার ফোনের জন্য বরাদ্দকৃত স্পেকট্র্যাম নির্ধারণ করতে পারত। কিন্তু বিশ্ব যখন ডিজিটাল হলো তখন ভিন্ন ভিন্ন করে টেলিভিশন, রেডিও, সেলুলার ফোন চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে উঠল। ক্ষেত্র বিশেষে এটি অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত হলো। কারণ এখানে সবই 'বিট'। এগুলো হতে পারে রেডিও বিটস, টিভি বিটস বা অন্য কোন বিটস। কিন্তু এটি যে 'বিট' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এদিকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে টেলিভিশন সম্প্রচারে এতটাই বিষ্ময়কর পরিবর্তন ঘটবে যা এ মুহূর্তে উপলব্ধিতে আনাও সম্ভব হচ্ছে না। সে সময়ে এফসিসির পক্ষে বিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে দুঃসাধ্য এক ব্যাপার যা কল্পনা করাও যায় না। তবে ধারণা করা যায় তখন বিষ্ময়কর এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও চালু হবে।

একথা তো সত্যি টিভি কিংবা অন্য মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ থেকে যখন বেশি আয় হবে তখন কেউ তার জন্য বরাদ্দকৃত ২০ মিলিয়ন বিট রেডিও'র সম্প্রচারে ব্যয় করবে না। বরং প্রত্যেকে তার বরাদ্দপ্রাপ্ত স্পেকট্র্যাম সপ্তাহের বিশেষ দিনে, কিংবা দিনের বিশেষ সময়, ছুটির দিন অথবা বিশেষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে ব্যয় করবে। তখন সেবার মানেও আসবে এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন। প্রতিযোগিতার ঐ বিশ্বে সফল হবেন তিনি যিনি জনগণের চাহিদার সঠিক বিশ্লেষণ করে যথাসময়ে সঠিকভাবে বিটের ব্যবহার ঘটাতে পারবেন।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সম্প্রচারকারীগণ সম্প্রচারের মুহূর্তে বিটকে একটি মাধ্যম (টিভি রেডিও ইত্যাদি)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিবে। তখন প্রেরক গ্রাহককে বলবে টিভি বিটস এসেছে কিংবা রেডিও অথবা পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

কিন্তু দূর ভবিষ্যতে বিট যখন প্রেরক যন্ত্র ছেড়ে আসবে তখন সেটি কোন নির্দিষ্ট মাধ্যমে আবদ্ধ থাকবে না।

উদাহরণ হিসেবে আবহাওয়ার কথা ধরা যাক। একজন মানুষ প্রথাগতভাবে ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা আবহাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে এমনটার পরিবর্তে ভাবুন আবহাওয়ার একটি কমপিউটার মডেল তৈরি করে বিট আকারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যেটি আপনি আপনার কমপিউটার-টিভিতে গ্রহণ করলেন। এবার আপনি কমপিউটারে বুদ্ধিমত্তার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক ব্যবহার ঘটিয়ে ইচ্ছামাফিক বিটগুলো থেকে ভয়েস রিপোর্ট, ম্যাপ প্রিন্ট করা কিংবা অন্য কোন আকারে আবহাওয়ার তথ্য জেনে নিতে পারেন। আগামীর স্মার্ট টিভি আপনার জন্য এই কাজগুলো আজ্ঞাবহ দাসের মতো করবে। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে আবহাওয়ার সংবাদটি গ্রহণকারী কিভাবে গ্রহণ করছেন অর্থাৎ ভিডিও, অডিও কিংবা প্রিন্ট আকারে তা সম্প্রচারকারী জানতেও পারছেন না। গ্রহণকারীর রুচি ও ইচ্ছাভেদে একই তথ্য বিভিন্ন ধরনে উপস্থাপিত হবে বিভিন্ন কমপিউটার প্রোগ্রামের বদৌলতে। এটি তারপর সংরক্ষণ করা হবে কিনা তাও নির্ধারণ করবেন আপনি, অর্থাৎ ব্যবহারকারী।

এর ফলে তথ্য নিয়ন্ত্রণের বর্তমান ধরনটি নিশ্চিতভাবে বদলে যাচ্ছে।

বিট পুলিশ সেন্সরশীপের প্রতিশব্দ নয়

পাঠকদের কেউ হয়তো বা ভাবতে পারেন 'বিট পুলিশ' বিষয়বস্তু অনুমোদনকারীর সমর্থক কোন শব্দ।

কিন্তু আমি 'বিট পুলিশ' সেগরশীপের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করিনি। কারণ আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভোক্তা নিজেও বিট পুলিশ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। তখন তিনি পছন্দনীয় বিটকে বাছাইয়ের জন্য তার গ্রাহকযন্ত্রকে নির্দেশ দিবেন। ফলে অভ্যাসবশে সরকারি বা প্রশাসনিক বিট পুলিশ কোন মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হবে বটে কিন্তু তা বাস্তবে অর্থবহ কিছু হবে না। সমস্যা যা হতে পারে তা হলো রাজনৈতিক। কারণ এইচডিটিভির জন্য স্পেকট্রাম বরাদ্দ থেকে ক্ষমতাশালীগণ ব্যান্ডউইথের দিক থেকে আরো বেশি ক্ষমতাশালী হবে। যা কাউকে না কাউকে নাখোশ করবেই। সেক্ষেত্রে এফসিসিকে আরো অনেক বেশি চতুর হতে হবে এবং এটি হতেই হবে। অন্ততঃ আমার তাই মত।

এফসিসির অঙ্গীকার জনগণের প্রতি। তাদের স্বার্থে কাজ করাই এফসিসি'র মূল দায়িত্ব সেক্ষেত্রে সর্বশেষ তথ্য ও বিনোদন সেবা জনগণের নিকট যাতে সুন্দরভাবে পৌছতে পারে তা দেখার দায়িত্ব এফসিসি'র।

ক্রস-ওনারশীপ

এবার একটি আধুনিক সংবাদপত্রের কথা ভাবা যাক। এর বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়েছে কমপিউটারে। তৈরি করেছেন প্রতিবেদক ও লেখকগন। তারা তাদের লেখা পাঠিয়েছেন ই-মেইলের মাধ্যমে। ছবিগুলো পর্যন্ত পত্রিকা অফিসের কমপিউটারে পৌছেছে তারের মধ্য দিয়ে। তারপর পত্রিকাটির প্রতি পৃষ্ঠার বিষয়, ছবির বিন্যাসও নকশাসহ যাবতীয় কাজ কমপিউটারেই সারা হলো। এভাবে এ পর্যন্ত যা হলো তা সবই ডিজিটাল অর্থাৎ বিট। কিন্তু যখনই মুদ্রণের জন্য ঐ সংবাদপত্রটির প্লেট তৈরি হলো এবং কাগজে কালির ছাপ দিয়ে পত্রিকাটি ছাপানো হলো অমনি এটি পরিণত হলো 'এটম'-এ।

এখন ভাবা যাক শেষ ধাপটি সম্পন্ন করা হলো না। অর্থাৎ প্রিন্ট করা হলো না। কিন্তু সংবাদপত্র ঠিকই আপনার নিকট অর্থাৎ পাঠকের নিকট পাঠানো হলো। পাঠক পত্রিকা পেল বিট আকারে। এখন পাঠক তার সুবিধামত এটি প্রিন্ট করতে পারে। তিনি ইচ্ছে করলেই পুরোটা প্রিন্ট করতে পারেন কিংবা তার প্রয়োজনটুকু নিতে পারেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে এটি তার ল্যাপটপ বা পামটপে ডাউনলোড করতে পারেন। তার মানে বিট আকারে গ্রহণের সম্ভাবনা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে বিকল্প পন্থাও।

পাঠক পত্রিকাটি নিজের কমপিউটারে ডাউনলোড করার পর ইচ্ছামাফিক-এর গ্রাফিক্স, রঙ ইত্যাদি বদলাতেও পারেন। এমন আরো কত কী!

এভাবে গ্রহণের পদ্ধতি অনেকভাবে হলেও একটি বিষয় কিন্তু সবক্ষেত্রেই ঠিক থাকছে তা হলো সংবাদপত্রটি ছড়িয়ে পড়ছে, পাঠকের নিকট যাচ্ছে অর্থাৎ সম্প্রচার হচ্ছে। সংবাদপত্র যখন বিট আকারে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে করলেই টেলিভিশন সম্প্রচারকারীও পারেন সংবাদপত্রের বিট পাঠাতে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্রস-ওনারশীপ আইন অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একই শহরে একটি সংবাদপত্র এবং একটি টিভি স্টেশনের স্বত্বাধিকারী হতে পারেন না। এটি করা হয়েছে যাতে কোন কিছুতে একচেটিয়াভাব চলে না আসে। এনালগের দিনগুলোতে এই আইনের প্রয়োগ অনেক সহজ ছিল। ডিজিটালের যুগে এফসিসি এই আইন সাময়িকভাবে স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালে সিনেটর টেড কেনেডি ও আর্নেষ্ট হলিংস একটি বিল উত্থাপন করলেন এফসিসি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তাদের লক্ষ্য ছিল রুপার্ট মারডক। ঐ সময়ে রুপার্ট বষ্টনে একটি সংবাদপত্রের মালিকানা ক্রয় করনে কিন্তু আগেই ঐ শহরে তার একটি ইউএইচএফ ষ্টেশন ছিল। রুপার্ট কোর্টে আবেদন করলে তার পক্ষে রায় ঘোষিত হয় কিন্তু ক্রস ওনারশীপ আইন প্রসঙ্গে এফসিসির উপর কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে।

টেলিভিশন বিট ও সংবাদপত্রের বিটের মালিকানা একই স্থানে থাকা কি সত্যিই বেআইনি? কী হয় হয় যদি দুটো একই স্থানে থাকে? এতে বরং জনগণ উপকৃত হতে পারে। উন্নত তথ্য পরিবেশ তারা ভোগ করতে পারে যেটি ভিন্ন ভিন্ন থাকার ফলে সম্ভব নয়। আমরা যদি সত্যিকারের পরিবর্তন চাই তবে আমাদেরকে আরো উদার হতে হবে।

আবার একথাও উপলব্ধি করতে হবে টেলিভিশন বিট ও সংবাদপত্র বিটের মালিকানা একজন পেলেও এটি যে একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণত হবে তা কিন্তু নয়। বরং এতে প্রতিযোগিতা আরো বাড়বে। যার চূড়ান্ত ফল ভোগ করবে নিঃসন্দেহে ভোক্তারা। এতে করে অন্য যে ব্যাপারটি ঘটবে তা হলো বিটের ব্যবহার ক্রমশ বাড়বে। স্বাভাবিক ভাবে তখন এটমের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

এই সূত্রে আরো অনেক কিছু ঘটবে। ব্যয়বহুল মুদ্রণ শিল্পের প্রয়োজন কমবে, স্থায়ী কর্মীর গুরুত্ব হ্রাস পাবে, বেরিয়ে আসবে নতুন নতুন যোগ্যতাসম্পন্ন ফ্রি ল্যান্সার।

আমি বিশ্বাস করি ২০০৫ সাল নাগাদ আমেরিকানরা নেটওয়ার্ক টেলিভিশন দেখার চেয়ে অনেক বেশি ঘন্টা ব্যয় করবে ইন্টারনেটে (অথবা এটিকে তখন যে নামে ডাকা হবে)। এভাবে প্রযুক্তি ও মানুষের আচার আচরণ যৌথভাবে এমন অবস্থা তৈরি করবে যে কারো পক্ষে একচেটিয়াভাবে কোন কিছু করা সম্ভব হবে না। এবং এই যৌথ শক্তি কংগ্রেসের আইনের চেয়ে শক্তিশালী হবে।

কিন্তু আমার এই ধারণা যদি সময়ের বিচারে সত্য নাও হয় তবুও এফসিসিকে এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করা প্রয়োজন যাতে করে শিল্পযুগের ক্রস-ওনারশীপ আইনের গ্যাড়াকল থেকে মুক্ত হয়ে সবকিছু ডিজিটায়ান হতে পাবে।

বিটের নিরাপত্তা ?

কপিরাইট আইন এখন সেকেলে। এটি গুটেনবার্গের স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে। যেহেতু কপিরাইট এমন একটি বিষয় যাকে সচল রাখতে হয়। এ কারণেই প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধিত হওয়ার আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কপিরাইট নিয়ে অধিকাংশ মানুষ উদ্বিগ্ন হয় কপি করার সহজ পদ্ধতি থাকার কারণে। কিন্তু ডিজিটাল বিশ্বে কপি করা যে শুধু সহজতরই হবে তা নয় ডিজিটাল কপি হবে মূলের অনুরূপ। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও ভাল। ইতিমধ্যেই সংগীত শিল্পে যারা জড়িত তারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন। আর কপি করার ব্যাপারে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো নিখুঁত না হলেও মানুষ কপি করছে কারণ এতে করে খরচ কমে যাচ্ছে। কিছু কিছু দেশে মোট বিক্রিত ভিডিও ক্যাসেটের শতকরা ৯৫ ভাগ চোরাইভাবে কপি করা।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাধ্যমের বিভিন্নতায় কপিরাইট প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংগীত আন্তর্জাতিকভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হচ্ছে। সংগীতের সৃষ্টিশীল মানুষেরা অর্থাৎ গীতিকার, সুরকার প্রমুখ কপিরাইটের কারণে নিয়মিত তাদের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন।

অন্যদিকে একটি পেইন্টিং বিক্রি হওয়া মাত্র এটির কপিরাইট চলে যাচ্ছে। প্রতিবার দেখার বিনিময়ে এটি থেকে দর্শনী আদায়ের কথা ভাবাও যায় না। অন্যদিকে কোথাও কোথাও চিত্রকরের অনুমতি ছাড়া চিত্রের অংশবিশেষ কিংবা পুরোটা কপি করে পোষ্টার ছাপানো, কার্পেটে বা অন্য কিছুতে ছাপানো বৈধ।

(চলবে)

ডঃ মফিজ স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে ঘোষণা

অনিবার্য কারণে ডঃ মফিজ স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় চূড়ান্ত ফলাফল বিজয়ীদের ছবিসহ প্রকাশ করা হবে।

ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি –

দীর্ঘ এক বছরেরও অধিককাল ধারাবাহিকভাবে চলার পর ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতা শেষ হল। প্রতিযোগতার ফলাফল কমপিউটার জগৎ-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্রের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্রের মান ছিল অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায় কমপিউটার চর্চার ক্ষেত্রে এ প্রতিযোগিতা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মাসিক কমপিউটার জগৎ দেশে কমপিউটার চর্চার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে বলে আমার বিশ্বাস। এ কারণে কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ এবং পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে যাঁরা এ প্রতিযোগতার আয়োজনকে সম্ভব ও অর্থবহ করেছেন তাছাড়া যাঁদের সার্বক্ষণিক সাহায্যসহযোগিতায় এ প্রতিযোগিতার সফল সমাপ্তি সম্ভব হল, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ এম. লুৎফর রহমান
পরিচালক
ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি

মাসিক কমপিউটার জগৎ অনুর্ধ ১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশব্যাপী এক সফটওয়্যার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে আগামী সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ।

পাঠকদের প্রতি

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যেকোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, সফটওয়্যার টিপস্ লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্য লেখকদের যথাযথ সম্মানী দেয়া হয়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদক,
মাসিক কমপিউটার জগৎ
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যায় 'কমপিউটার পাঠশালা' এবং "বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিত" প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

- স. ক. জ.